পদ্ধতি

রাসূলুল্লাহ পরিদর্শন করা

(তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)

প্রাধান্য হযুর দ্বারা

আব্দুল আজিজ আব্দুল্লাহ বিন বায

সৌদি রাজ্যের গ্র্যান্ড মুফতি এবং বরিষ্ঠ পণ্ডিতদের কাউন্সিলের হেড (আল্লাহ
তাঁর উপর রহমত থাকতে দিক)

পদ্ধতি

রাসূলুল্লাহ পরিদর্শন করা

(তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক)

প্রাধান্য হুম্বুর দ্বারা: আব্দুল আজিজ

আব্দুল্লাহ বিন বায

আল্লাহ তার প্রতি রহমত থাকতে দিক

সৌদি আরব রাজ্যের এর গ্র্যান্ড মুফতি

এবং বরিস্ত পণ্ডিতদের কাউন্সিলের হেড

দার ইবনে আল-আথির

রাসূলুল্লাহ পরিদর্শন করা, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

ভক্তি হতে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত থাকুক, শান্তি এবং স্বীকৃতি নবীদের সীলমোহর উপর থাকুক,

এগিয়ে যেতে:

এটা নবী মসজিদ পরিদর্শন করতে সুন্নাহ আইন, শান্তি হজ ধর্মানুষ্ঠান পূরণে আগে বা তাদের পরে আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এটা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু বুখারী ও মুসলিম দুই সহীহ হাদীসে সংগ্রহের রিপোর্ট পেশ করে, আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম , তার উপর সন্তুষ্ট হতে পারে, বলেছিলেন, " **পবিত্র মসজিদ ছাড়া, আমার এই মসজিদে একটি প্রার্থনা ভাল অন্য কোন একাধিক মসজিদে হাজার নামাজের থেকে।** "

ইবনে উমার থেকে বর্ণিত যে নবী, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম , বলেছিলেন, "আমার এই প্রার্থনা হল হাজার নামাজের (অন্যান্য মসজিদে পালন)

চেয়ে বেশী ভালো পবিত্র মসজিদ ছাড়া ।", বলেছিলেন, বলেন
[মুসলিম দ্বারা প্রতিবেদিত]

আবদুল্লাহ ইবনে আয-যুবাইর, আল্লাহ্ তার উপর সন্তুষ্ট
হতে পারে, বলেছিলেন বলেছিলেন আল্লাহর রসূল, সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন যে,

**"আমার এই মসজিদে একটি প্রার্থনা অন্য কোথাও হাজার
নামাজের থেকে ভাল, পবিত্র মসজিদ বাদে, এবং একটি
প্রার্থনা পবিত্র মসজিদের মধ্যে আমার এই মসজিদে শত
নামাজের থেকে ভাল।"** [আহমাদ, ইবনে খুযাইমা এবং
ইবনে হিবান দ্বারা প্রতিবেদিত]

জাবের, আল্লাহ্ যেন তার উপর সন্তুষ্ট হতে পারে, কথিত যে
আল্লাহর রসূল, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন
যে, **"আমার এই মসজিদে একটি প্রার্থনা অন্যত্র থেকে
ভাল, মসজিদ আল-হারাম ছাড়া, এবং আল - মসজিদ
আল-হারামে শত হাজার নামাজ প্রার্থনা ভাল অন্য
কোথাও থেকে।"** [আহমদ ও ইবনে মাজাহ দ্বারা
প্রতিবেদিত]

একই অর্থ পৌঁছিয়ে অনেক হাদিস আছে। একটি পরিদর্শক নবীর মসজিদের দরজায় আসে যখন, (প্রস্থাবিত) তার ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা উচিত এবং বলা উচিত, এটা মুস্তাহাব

। "আল্লাহর নামে, শান্তি ও দোয়া আল্লাহর রাসূলের উপর থাকুক। আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি আল্লাহ, সর্বশক্তিমান ও তাঁর মাননীয় মুখ, এবং অভিশপ্ত শয়তান থেকে তার শাস্ত সার্বভৌমত্ব সঙ্গে। হে আল্লাহ, আমার জন্য আপনার রহমতের দরজা খুলে দিন।" এই মিনতি এছাড়াও নবী মসজিদে প্রবেশের উপর বলা হয়, কারণ মসজিদে প্রবেশের জন্য কোন নির্দিষ্ট স্মরণ নেই।

তিনি তারপর বিশেষ করে আর-রাওদাহ আশ-শারিফাহ (মিন্বরের এবং নবীর কবরের মধ্যে মসজিদের একটি অংশ নির্বাচন করে) দুই রাকাত (প্রার্থনার ইউনিট) সম্পাদন করা উচিত। নবী, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, **"আমার ঘর এবং আমার মিন্বরের মধ্যে জান্নাতের উদ্যানের একটি।"** এই এলাকায়, একজন মুসলমান কাছে দো'আ করতে পারেন আল্লাহকে এবং তার এই জীবন ও পরকালের উদারতা পছন্দসই যাই হোক না কেন তাকে প্রদান করতে পারেন।

প্রার্থনা করার পর, একজনকে নবীর কবর দেখা উচিত, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, এবং আবু বকর ও উমরের, কবরের আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাক। নিজের নিজের অন্তরে তিনি পরিদর্শন করছেন, যাকে এক আড়ম্বর এবং মহিমাম্বিত অবস্থা অনুভূতি মনে নিয়ে, উল্লতচরিত্র কবরকে সামনে দাঁড়ানো উচিত। তারপর, তাকে বলার উচিত, শান্তির সঙ্গে তার শুভেচ্ছা প্রসারিত করা উচিত "শান্তি, দোয়া এবং আল্লাহর রহমত আপনার উপর থাকুক, হে আল্লাহর রসূল।" এটা আবু হোরাযরা, আল্লাহ্ যেন তার উপর সন্তুষ্ট হতে পারে বলেছিলেন আবু দাউদের সুনান , আল্লাহর রসূল, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম , **"যখনই কেউ আমার সালাম পাঠায় আমি তার আবাহন সাড়া পর্যন্ত, আল্লাহ, আমাকে আমার আত্মা পুনরুদ্ধার করে দেবে (আমার উপর বরকত ডাকে)।"**

তার সালামে নিম্নলিখিত পাঠে কোন পাপ নেই, "হে আল্লাহর নবী, উপর শান্তি বর্ষিত হোক, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে হে আল্লাহর সর্বোত্তম পছন্দ, তোমার উপর শান্তি থাক, হে ফেরেশতাগণের এবং ধার্মিক ইমামের মালিক। আপনার, পয়গাম উস্মতের (জাতির) নির্দেশিত করেছেন, বিশ্বাস পরিপূর্ণ করেছেন এবং আপনার সংগ্রাম উচিত ছিল আল্লাহর পথে যা কঠিন বিবাদ দিয়ে লড়েছেন তার আমি সাক্ষ্য।" এর কারণ হল এইসব নবী বৈশিষ্ট্যাবলী মধ্যে আছে , শান্তি ওয়া সাল্লাম। এটা পুরোপুরি নবীর উপর শান্তি ও আশীর্বাদ উভয় অর্পণ করে শরী'আত দ্বারা অনুমোদিত হয় তাকে। তারপর, তিনিও, নবীর উপর তার শান্তি পাঠায়, এবং আশীর্বাদ পাঠায়, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন আল্লাহ বলেছেন ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا

[33: 56] | تَسْلِيمًا ﴿

পরে যে, তিনি তাদের জন্য, আবু বকর ও উমর, উপর তার সালাম আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারে দু'আ প্রসারিত করে এবং তাদের প্রতি সন্তুষ্ট প্রতিপন্ন করেছে আল্লাহর অনুরোধ জানানো হয়।

যখন ইবনে উমর, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোক , হযরতের দিকে তার সালাম প্রসারিত করে, সাল্লাল্লাহু আলাইহি, এবং তার দু'জন সাথিকে তিনি শুধুমাত্র বলতেন, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক "হে আল্লাহর রসূল; আপনার উপর শান্তি থাকুক, হে আবু বকর; আপনার উপর এবং শান্তিতে থাকুক, হে আমার পিতা।" এই দেখার জন্য শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য অনুমতি দেওয়া হয় কারণ নারীদের কবরস্থানে দেখা করার অনুমতি নেই যেমনটি রিপোর্ট হযরত, তার উপরে শান্তি থাকুক, বলতেন করা হয়েছিল তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন উপর, " **অভিশপ্ত নারী যারা কবরস্থানে যায়, তাদের উপর মসজিদ এবং দুর্গ আলো নির্মিত করে যারা (যেখানে)**"।

নবী মসজিদে প্রার্থনা করতে মদিনা পরিদর্শন এবং সেখানে প্রার্থনা সংক্রান্ত, এটা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে হাদিস থেকে রেফারেন্স সঙ্গে উভয় পুরুষদের এবং মহিলাদের জন্য জায়েয আছে।

রাসুলের মসজিদে প্রতিদিন পাঁচবার নামায সম্পাদন করতে দর্শনার্থীদের জন্য বাঞ্ছনীয়, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, এবং তার সময়ের মধ্যে বেশীরভাগ ঠিকর (স্মরণ এবং আল্লাহর উল্লেখ), এইসব যে বিরাট পুরস্কারের জন্য প্রার্থনা এবং স্বেচ্ছাসেবী নামাজের ব্যবহার যা এসব কাজের আদেশ দেয়। এটা খুবই, ঘন ঘন আর-রাওদাহ এ স্বেচ্ছাসেবী নামাজ সঞ্চালন করা, বাঞ্ছনীয়, তার বড় সম্মান ইঙ্গিত পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে সহীহ হাদীসে তার, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, দ্বারা বলা **"ঘর এবং আমার মিস্বরের মধ্যে জান্নাতের উদ্যানের একটি"**।

বাধ্যতামূলক প্রার্থনা জন্য, পরিদর্শক এবং প্রত্যেক অন্যান্য মুসলিমদের প্রথম সারি বাধ্যতামূলক প্রার্থনা সম্পাদনের জন্য তাদের সর্বোত্তম চেষ্টা করা উচিত এমনকি যদি এটা ক্বিবলা অভিমুখে সাম্প্রতিক বিস্তার হলেও, (এই অংশ আর-রাওদাহ হওয়ার কারণে)। অনেক খাঁটি হাদিস আছে যার মধ্যে নবী, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, প্রথম সারিতে নামায কায়েম করতে এবং উদ্দেশ্যমূলক মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানান; তিনি বলেন, " **যদি লোকে জানতে আশীর্বাদ আযান উচ্চারণ করার (নামাযের জন্যে আহ্বান কর) এবং প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে তারা এমনকি এইসব বিশেষাধিকার নিরাপদ করার জন্য প্রচুর সম্প্রদায় তারা আকর্ষণ করবে।**" [একমতে]

এবং তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর সাথীদের বললেন [তিনি দেখলেন যখন তারা পিছন দাঁড়িয়ে]
"এগিয়ে আসতে এবং আমার অনুসরণ কর এবং আপনার পিছনে যারা আপনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার দিন। মানুষ পশ্চাতে অব্যাহত থাকলে আল্লাহ, প্রবল পরাক্রমশালী এবং মহিমাম্বিত, তাদের প্রতিহত করা হবে।"[মুসলিম দ্বারা প্রতিবেদিত]

এটা আবু দাউদ দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছিল যে, আল্লাহ
আমেশা তার প্রতি সন্তুষ্ট হোক যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লাম, বলেন, " **সামনের সারিতে একজন থেকে যায়
যতখুন না আল্লাহ জাহান্নামের দিকে তাকে পাঠায়।**"

[ভাল হাদীস]

একটি খাঁটি রিপোর্ট আছে নবীকে আরোপিত, শান্তি থাকুক তার
উপরে, যে সে বলেছিল তার সঙ্গীদেরকে বললাম যে: "
**ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার আগে একটি সারিতে
গঠন হয়, তোমরা এবাম করনা কেন।**" তখন মানুষে
ফেরেশতাগণ দ্বারা গঠিত সারির ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি
জবাব দিলেন: "**তারা প্রথমে সামনের সারি এবং সারি একে
অপরের নিকটবর্তী করতে থাকে।**" [মুসলিম দ্বারা প্রতিবেদিত]

নবীর মসজিদের সাথে সাক্ষাত এবং সাধারণ মসজিদ সংক্রান্ত বিভিন্ন হাদিস আছে। এটা রিপোর্ট আছে যে নবী, শান্তি থাকুক তার উপরে, সারির ডান পাশে দাঁড়ানোর জন্য সবাই বলতো এবং এটা সাধারণ জ্ঞান ছিল যে নবীর আগে মসজিদে ডান সারির দিকে আর-রাওদাহ বাইরে থাকত। অতএব, এক ব্যক্তি সেখে যে সামনের সারিতে এবং সারির ডান পাশে প্রার্থনা, আর-রাওদাহের ভিতরে প্রার্থনা প্রতিষ্ঠার চেয়ে ভাল। প্রাসঙ্গিক হাদিস উপর প্রতিফলিত যে কেউ এই ব্যাপারটি বুঝতে পারবে।

কেউ স্পর্শ বা নবীর কবরের গ্রিল চুম্বন বা এই তাওয়াফ অভ্যাস করার অনুমতি নেই যেমনটি ধার্মিক পূর্বসূরীদের থেকে রিপোর্ট না হয় এটা করতে বলার জন্য। বরঞ্চ, এটি খারাপ বিদাহ (বৈধর্ম্য) হয়। উপরন্তু, এটা ঠিক নয় যে কেউ নবীকে আহবান করা, শান্তি থাকুক তার উপরে, একের চাহিদা পূরণে বা এক সমস্যা অপসারণ বা অসুস্থদের সুস্থ করার জন্য, কিন্তু একজন এই সব বিষয়ে আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা উচিত।

যে কেউ মৃতদের থেকে সাহায্য চাইলে, মানা হয় সে আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের পূজা বলে মনে করা হয়। এটি যার উপর দুই অঙ্কবাচক নীতিগুলোর সাথে স্ববিরোধী যার উপরে ইসলামের ভিত্তি করা; প্রথম কোন অংশীদার ছাড়া আল্লাহর পূজা করা, এবং দ্বিতীয় নবীর পথ অনুযায়ী তার আরাধনা করা। এটাই ইসলামের ধর্মিক বিবৃতির অর্থ ঃ "আল্লাহ বাদে অন্য কোন ভগবান নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর রসূল"। একইভাবে, এটা কেউ হযরত এর সুপারিশ চাইতে পারেনা কারণ এই অধিকার একমাত্র পরাক্রমশালী আল্লাহর জন্যে, এবং শুধুমাত্র তাঁরই কাছ থেকে আগত চাওয়া হবে। আল্লাহ বলেন, [39: 44] ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾

যদিওবা, একজন বলতে পারেন যে: "হে আল্লাহ তোমার নবী আমার সুপারিশকারী করুন হে আল্লাহ তোমার ফেরেশতাগণ এবং আপনার বিশ্বাসী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত আমার সুপারিশকারী করুন হে আল্লাহ আমার মৃত শিশুদেরকে আমার সুপারিশকারী করুন।"

মৃতদের থেকে, কাউকে কিছুই চাওয়া উচিত নয় সেটা সুপারিশ বা অন্য কিছু হোকনা কেন তারা রসূল বা অন্য নির্বিশেষে এক শরী'আত কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়ার কারণে। মৃতদের জন্য তাদের কর্মের শেষ হয়ে এসেছে একটি ব্যতিক্রম দেওয়া হয়েছে যা এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ ছাড়া তার দ্বারা যে বানিয়েছে শরীয়াহ (আল্লাহ)।সহীহ মুসলিমে, আবু হোরাযরা, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট থাকুক ,থেকে বর্ণিত যে নবী, তার ওপরে সান্তি থাকুক, বলেন : "আদমের একটি সন্তান মারা যায় যখন, তার কর্মের শেষ হয়ে যায় নিম্নলিখিত তিনটি ধরণ ছাড়াঃ একটানা দান খয়রাত করতে কিংবা এমন জ্ঞান যা দ্বারা অন্যরা উপকার করতে পারে বা কোন ধার্মিক শিশু যারা তার জন্য প্রার্থনা করতে পারে।"

সুপারিশের সচেষ্টি নবীর জীবদ্দশায় জায়েয ছিল এবং তিনি তাই করতে পারবে কেয়ামতের দিনে, কারণ কিয়ামতের দিন সেই বিষয়ে জায়েয হবে। নবী, শান্তি থাকুক তার উপরে,

আল্লাহর নিকটে আপীল করতে তাদের জন্য যারা সুপারিশ চাইছে।
এর বিপরীতে, তিনি এই পার্থিব জীবনে তার মৃত্যুর পর এই ক্ষমতা
থাকে না। এটি তাকে বিশেষ কিছু নয়; বরং, এটা সব
মানুষের জন্য প্রযোজ্য একটি সার্বজনীন বিন্দু। একটি
মুসলিম, অর্থাৎ সুপারিশের জন্য প্রার্থনা জীবিত যিনি তার
ভাই তাঁর পালনকর্তার কাছে, বলতে তার জন্য প্রার্থনা
করার জন্য এটা জায়েয আছে। তার যা ইচ্ছা আল্লাহ হালাল
করেছেন যে বিষয়ের মধ্যে যদি এক তার ভাইয়ের পক্ষ হয়ে
আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার জন্য এটা জায়েয আছে। তবে,
কিয়ামতের দিন সেই বিষয়ে, কোন এক আল্লাহর অনুমতি
নেওয়ার ছাড় সুপারিশ লাভের অধিকার কারুর নেই।
সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেন,

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [2: 255]

মৃত্যুর অবস্থা হিসাবে, এটা একটি বিশেষ শর্ত যা জীবিত অবস্থার এক অনুরূপ হয় না এবং যা কিয়ামতের দিনেরও এক অবস্থার অনুরূপ নয় পুনরুত্থানের পর। এটির কারণ মৃত ব্যক্তির দ্বারা কোন কর্ম সঞ্চালন করা সম্ভব নয়, এবং তিনি জীবদ্দশায় কর্মের দ্বারা আবদ্ধ শরীয়াহ এর বিধানকর্তা দ্বারা একটি ব্যতিক্রম দেওয়া হয়েছে যা কাজের ছাড়া। বিপরীতভাবে, মৃতদের মধ্য থেকে সুপারিশ চাওয়া কোন ব্যতিক্রমের একটিও নয়। অতএব, এটি এই শ্রেণীর অন্তর্গত কিছু হিসাবে গণ্য করা যাবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কোন সন্দেহ ছাড়াই, শহীদদের জীবন তুলনায় আরো ব্যাপক যা বড়জাখ (প্রায়শ্চিত্তমূলক) তার জীবনের মধ্যে জীবিত। তবে এই জীবন তার জীবন থেকে মৃত্যুর আগে নবীর জীবন থেকে ভিন্ন, এবং অতঃপর তার জীবনের থেকে ভিন্ন। বরং, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কেউ তার প্রকৃতি এবং মান জানে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, বলেন

" যখনই কেউ আমায় সালাম পাঠায় (আমার উপর বরকত ডাকে), আল্লাহ, আমাকে আমার আত্মা পুনরুদ্ধার করে দেবে আমি তার আবাহন সাড়া দেওয়া পর্যন্ত।"

এই হাদীসের সর্বত্র, এটি স্পষ্ট যে রসূল, শান্তি থাকুক তার উপরে, মৃত এবং তার আত্মা তার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন এবং অতঃপর তার জীবনের থেকে শুধুমাত্র সালামের সময় তাকে পুনরায় স্থাপন করা হয়। তার মৃত্যুর জন্যে প্রমাণ কুরআন ও সুন্নাহ (নবীর ঐতিহ্য) বিবৃত করা আছে, এবং এটা উম্মাহর জ্ঞান মানুষের মধ্যে একমত। তবে মৃত্যু ঠিক বড়জাথে তার জীবন অস্বীকার করা না যে ক্ষেত্রে শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সাথে হয়। আল্লাহ বলেন

﴿اللَّهُ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [3: 169]

এটা বহুদেববাদ অন্যদের আমন্ত্রণ এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে মৃতদের পূজা যারা অপব্যবহার বিভ্রান্তির একটি ব্যাপার হয়েছে যা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেহেতু, আমরা বিস্তারিতভাবে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি। আল্লাহ সব যে শরীয়াহ বিরুদ্ধে আমাদের রক্ষা করুন। আল্লাহ নবীর কবরের কাছে তাদের কন্ঠস্বর উঁচু করে কথা বলে এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য সেখানে থাকে যারা, তাদের অভ্যাস হয় হারাম কারণ আল্লাহ নবীর কবরের কাছে তাদের কন্ঠস্বর উঁচু করতে বারণ করেছেন, শান্তি থাকুক তার উপরে। তাছাড়া, তিনি তাদের নিজেদের মধ্যে যেভাবে সশব্দে বলেন তা না করতে বেলেছেন। বরং আল্লাহ নিচু স্বরে তার সাথে কথা বলতে মানুষকে জিজ্ঞাসা করেছেন। আল্লাহ বলেছেন, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [49: 2,3]।